তারিখ 27 OCT 1992
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

দৈনিক বাংলা

ইংরাজী শিখতে দোষ নেই

বাংলা ও ইংরাজী আমাদের শিখতে হবে। কেন হবে, সেটা ইতিহাসের আলোকে এবং বর্তমান ও ভবিষ্যতের প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে একটু তলিয়ে দেখা যাক।

বাংলা আমাদের মাতৃভাষা, জাতীয় ভাষা এবং রাষ্ট্রভাষা। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের ভাষা, অফিস-আদালতের ভাষা, সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চার ভাষা এবং শিক্ষার মাধ্যমও বাংলা। বাংলাই আমাদের ভাবনা-চিন্তা, আশা-স্বপ্ন ও আত্মপ্রকাশের ভাষা। আমাদের মাতৃভাষা বাংলার হাজার বছরের ইতিহাসে মাত্র স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয় ও প্রতিষ্ঠার পরই সুপ্রাচীন ইতিহাস ও ঐতিহ্যের এবং সমৃদ্ধ সাহিত্যসম্পদের অধিকারী বাংলা ভাষা রাষ্ট্রভাষার মর্যাদাসহ এত বহুমুখী মর্যাদা ও আত্মপ্রতিষ্ঠার অধিকার অর্জন করে। ১৯৫২ সালে এ দেশের মানুষের তথা বৃহত্তর জনগণের মাতৃভাষা বাংলার রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি ও অন্যতম রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা অর্জনের সংগ্রাম থেকে স্বাধিকার আন্দোলন, স্বাধীনতার সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধ এবং তাতে বিজয়লাভের মাধ্যমে ১৯৭১ সালে স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয় বলেই, এই বিশেষ পরিপ্রেক্ষিতে দেখলেও, বাংলাভাষার গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস ও অবদান দীপ্ত হয়ে ওঠে। উল্লেখ্য, স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয় না ঘটলে, বাংলাভাষা এক সঙ্গে এতগুলো মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হতে পারতো না।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের হাজার বছরের ইতিহাসেই বলে যে, এই ভাষা সুপ্রাচীন এবং সমৃদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও, বৌদ্ধ শাসনামলে, হিন্দু শাসনামলে, মুসলিম শাসনামলে, ইংরেজ শাসনামলে অর্থাৎ অতীতে কোনো শাসনামলেই বাংলাভাষা রাষ্ট্রীয় ভাষার মর্যাদা লাভ করেনি, এই ভাষা অফিস-আদালতের ভাষা হয়নি, উচ্চশিক্ষার বাহন হওয়ার সৌভাগ্যও অর্জন করেনি। বৌদ্ধ যুগে পালি-প্রাকৃত, হিন্দু-যুগে সংস্কৃত, মুসলিম যুগে ফারসী এবং বৃটিশ যুগে ইংরাজীই ছিল রাষ্ট্রীয় ভাষা, অফিস-আদালতের ভাষা, এবং অনেকটা সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চার ভাষা ও উচ্চশিক্ষার মাধ্যম।এই কারণে, দৈনন্দিন জীবনে, শিক্ষিত সমাজের প্রাত্যহিক জীবনের কার্য-পরিচালনার ভাষায় এসবের প্রভাব ছিল ব্যাপক ও গভীর। মাতৃভাষা বাংলা যুগে যুগে দেশের বৃহত্তর জনগণের মুখের ভাষা এবং দৈনন্দিন জীবনের ভাষা হয়ে থাকলেও, অতীতে সেই সুপ্রাচীনকাল থেকেই রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে তো বটেই, শিক্ষিত সমাজে এবং শহরে নাগরিকদের মধ্যেও বাংলাভাষা ছিল অনেকখানি উপেক্ষিত। এর জের পরবর্তী পর্যায়েও বহুকাল চলেছে। এর কারণ, বৃটিশ যুগে এবং পরবর্তীকালে পাকিস্তান-যুগেও ইংরাজীই ছিল রাষ্ট্রভাষা, অফিস-আদালতের ভাষা এবং উচ্চশিক্ষারও মাধ্যম।

স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয় যেমন এক অবিস্মরণীয় ঐতিহাসিক ঘটনা, তেমনি এর সঙ্গে সঙ্গে বাংলা ভাষার বহুবিধ মর্যাদা অর্জন এবং আত্মপ্রতিষ্ঠাও ঐতিহাসিক ঘটনা। কেন না, এদেশের বৃহত্তর জনগণের মাতৃভাষা বাংলাকে শুধু রাষ্ট্রভাষা ও জাতীয় ভাষার মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা করাই নয়, আমাদের রাষ্ট্রভাষা, অফিস-আদালতের ভাষা, শিক্ষা-সংস্কৃতির ভাষা, জীবনের সর্বস্তরের ভাষা এবং জীবিকা অর্জনের ভাষা হিসাবেও এই ভাষাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার দায়িত্ব ঐতিহাসিকভাবে এবং ঐতিহাসিক কারণেই বাংলাদেশের ওপর বর্তেছে, আর তা বাংলাদেশ সরকার ও দেশবাসীর বিরাট দায়িত্ব হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আমাদের রাষ্ট্রভাষা ও জাতীয় ভাষা বাংলাকে অফিস-আদালত থেকে শুরু করে জীবনের সর্বস্তরে প্রতিষ্ঠার, শিক্ষার বাহন বা মাধ্যম হিসাবে সর্বনিম্নস্তরের থেকে সর্বোচ্চস্তরে প্রচলনের যে উদ্যোগ ও ব্যবস্থা সরকার গ্রহণ করেছেন, অফিস-আদালতে ও শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানসমূহ ও অন্যান্য স্থানে এই উদ্দেশ্যে ও লক্ষ্যে যে প্রচেষ্টা চলছে তা আমাদের সর্বতোভাবেই সফল করে তুলতে হবে। কেন না, বাংলাভাষাকে অফিস-আদালতের ও জীবনের সর্বস্তরের ব্যবহার্য ভাষা করে তুলতে না পারলে জনগণের মাতৃভাষায় শিক্ষা ও জ্ঞানার্জন ছাড়া প্রকৃত শিক্ষা লাভ, মেধা ও প্রতিভার যথার্থ বিকাশ এবং জাতীয় উন্নয়ন ও অগ্রগতি অর্জন কঠিন। তবে, এ কথাও সত্য যে; অতীতে হাজার বছরের পরিধিতেও বাংলা রাষ্ট্রভাষা এবং অফিস-আদালতের ভাষা ও উচ্চশিক্ষার মাধ্যম না হওয়ার দরুণ, এবং নিকট অতীতেও ইংরাজীই এ সবের বাহন হওয়ার কারণে, অফিস-আদালতের ভাষা হিসাবে, উচ্চশিক্ষার মাধ্যম হিসাবে বাংলার প্রচলনের জন্যও আমাদের ইংরাজীর দ্বারস্থ হওয়া এবং অন্যতম ভাষা হিসাবে ইংরাজী শিক্ষা করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। আর আন্তর্জাতিক যোগা-যোগের, বিদেশে-বিশেষত ইংরেজী ভাষাভাষী অঞ্চলে আমাদের জনশক্তি রফতানি ও ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনার প্রয়োজনীয়তার দিক থেকে দেখতে গেলে, ইংরাজী শিক্ষা অপরিহার্য।

অফিস-আদালতে ও সর্বস্তরে বাংলা প্রচলন করতে হলে কেন বাংলাভাষা ভালোভাবে শেখার ও আয়ত্তে আনার এবং শুদ্ধরূপে ও সুষ্ঠু-সুন্দরভাবে লিখতে শেখার স্বার্থে ইংরাজী জানা দরকার, তা এখানে সংক্ষেপে তুলে ধরা যেতে পারে। অতীতে ইংরাজী রাষ্ট্রভাষা, অফিস-আদালতের ভাষা ও উচ্চশিক্ষার মাধ্যমে থাকার কারণে, বাংলাভাষায় অফিস-আদালতের কাজ চলেনি, এই ভাষায় উচ্চশিক্ষা-বিশেষত জ্ঞান-বিজ্ঞান ও কারিগরি এবং প্রযুক্তিগত শিক্ষা দেয়া হয়নি। এর ফলে বৃটিশ যুগে এবং পাকিস্তান আমলেও দীর্ঘকাল ধরে অফিস-আদালতে এবং শিক্ষা-বিশেষত উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে মূলত ইংরাজীই ছিল চালু এবং প্রধান মাধ্যম। বাস্তব কারণেই সেকালে যারা শিক্ষা লাভ করেছেন, অফিস-আদালতে কাজ করেছেন, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি চর্চা করেছেন, ইংরাজীই ছিল প্রধানতঃ তাদের শিক্ষা লাভ, জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা, আত্মপ্রকাশ ও জীবিকার প্রধান মাধ্যম ও অবলম্বন। কেন না, সে সময়ে অফিস-আদালতে ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় বাংলা পরিভাষা এবং লেখার রীতি-পদ্ধতি ছিল না, উচ্চশিক্ষা-বিশেষত জ্ঞান-বিজ্ঞান আর প্রযুক্তিগত উচ্চশিক্ষা গ্রহণের জন্য ছিল না বাংলায় লেখা প্রয়োজনীয় বই-পত্র। অতীতের এই অভাব আর পরিপ্রেক্ষিতের কারণেই, একালে বাংলাভাষা আমাদের রাষ্ট্রীয় ভাষা অফিস-আদালতের ভাষা এবং উচ্চশিক্ষার মাধ্যম হওয়ার পর, বাংলাভাষা প্রচলন এবং এই ভাষায় উচ্চশিক্ষা লাভের ব্যবস্থা গ্রহণের স্বার্থেই আমাদের ইংরাজীর দ্বারস্থ হতে হচ্ছে। ইংরাজী থেকেই আমাদের অনুবাদ করতে ও তৈরী করে নিতে হচ্ছে অধিকাংশ প্রয়োজনীয় পরিভাষা, ইংরাজী থেকেই অনুবাদ করতে হচ্ছে উচ্চশিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় অধিকাংশ জ্ঞান-বিজ্ঞান ও অন্যান্য বিষয়ক বইপত্র। ইংরাজী বই-পত্রের অনুসরণেই বাংলায় রচনা করতে হচ্ছে বিভিন্ন বিষয়ে 'মৌলিক' বই। এমনিক ইংরাজী থেকে অনূদিত বই-পত্রই বহুক্ষেত্রে হয়ে আছে শিক্ষাদান ও গ্রহণের একমাত্র অবলম্বন।

বাংলা আমাদের রাষ্ট্রভাষা এবং উচ্চশিক্ষার মাধ্যম হলেও, এখানেই বাংলাভাষায় শিক্ষা লাভ ও জ্ঞান-চর্চা আর জীবিকা অর্জনের স্বার্থে একই সঙ্গে ইংরাজী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব। মনে রাখতে হবে, অতীতে সেই বৃটিশ যুগে ও পাকিস্তান আমলে যারা মূলত ইংরাজী ভাষায় শিক্ষা লাভ ও জ্ঞান-চর্চা করেছেন, অফিস-আদালতের কাজ চালিয়েছেন, তারা অধিকাংশই কম-বেশি ইংরাজীতে লিখতে অভ্যস্ত হলেও, বাংলায় লিখতে একরূপ অনভ্যস্ত, অধিকাংশক্ষেত্রে অদক্ষ ও কাঁচা। অপরদিকে, এ কালে যারা বাংলায় উচ্চশিক্ষা লাভ করছেন, জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা করছেন, অফিস-আদালতে কাজ করছেন, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তারা বাংলায় লিখতে অভ্যস্ত বা দক্ষ নন, অপর দিকে ইংরাজীতে একেবারেই অদক্ষ বা কাঁচা। অবস্থা এই দাঁড়িয়েছে যে, অতীতে যারা প্রধানত ইংরাজী মাধ্যমে শিক্ষা লাভ করেছেন, অথচ বাংলা চর্চা করেননি, বাংলায় লেখার অভ্যাস যাদের গড়ে উঠেনি, তারা ইংরাজী থেকে বাংলায় অনুবাদ করার এবং লেখার ক্ষেত্রেও অদক্ষতার পরিচয় দিচ্ছেন, নানা বিভ্রাট ঘটাচ্ছেন। আবার অপর দিকে, একালে যারা বাংলা মাধ্যমে শিক্ষা-বিশেষত উচ্চশিক্ষা লাভ করেছেন কিংবা করছেন, ভালোভাবে ইংরাজী শেখার সুযোগ যাদের তেমন ঘটেইনি, ইংরাজী কম জানার অথবা আদৌ না জানার কারণে ইংরাজীতে কিছু লিখতে ও বলতে পারা তো দূরের কথা, ইংরাজী বই-পত্রও যে কোনো রচনা পড়ে তার মর্মোদ্ধার করতেই অধিকাংশ অক্ষম। সরাসরি ইংরাজী থেকে অনুবাদ করতে কিংবা ইংরাজী লিখতে গিয়ে অধিকাংশই যে বিভ্রাট ঘটায় তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

এই বাস্তব অবস্থার কথা স্মরণে রাখলে একথা আবারো বলতেই হয় যে, আন্তর্জাতিক যোগাযোগ, বিদেশে জনশক্তি রফতানি এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা আর বাংলাভাষাকে উচ্চ শিক্ষার মাধ্যমরূপে ও সর্বস্তরে প্রচলনের স্বার্থেই আমাদের ইংরাজী শেখা অপরিহার্য, ইংরাজীকে বাংলার পরে স্থান দেয়া- অন্তত দ্বিতীয় ভাষার মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করা বাঞ্ছনীয়। মনে রাখতে হবে, ইংরাজী আন্তর্জাতিক ভাষা এবং ঐতিহাসিক ও অন্যান্য কারণে আমাদের দেশসহ পৃথিবীর বহুদেশেই ইংরাজী দীর্ঘকাল থেকেই সুপ্রচলিত। এ সত্য তো অনস্বীকার্য যে, পৃথিবীর বহু গুরুত্বপূর্ণ এবং সাহিত্য-সংস্কৃতির দিকে থেকে সমৃদ্ধ ও ঐশ্বর্যশালী আর আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির অধিকারী ভাষাও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সুপ্রচলিত নয়। আমাদের সুপ্রাচীন ও সমৃদ্ধিশালী এবং সাহিত্যের ঐশ্বর্যমন্ডিত বাংলা ভাষা রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার লাভ এবং অন্যান্য প্রতিভাবান কবি-সাহিত্যিক ও পন্ডিত-মণীষী ব্যক্তিদের অবদানের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক পরিচিতি ও স্বীকৃতি লাভ করলেও, বাংলা ভাষা তো আন্তর্জাতিক ভাষা নয়, আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে বহুল-ব্যবহৃত ভাষাও নয়। বাংলা ভাষা ও বাংলা সাহিত্যকে আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে পরিচিত করা, এই ভাষার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি অর্জনের জন্য অনুবাদের-বিশেষত ইংরাজী ভাষায় অনুবাদের আশ্রয় নিতে হয়েছে, এবং হচ্ছে। রবীন্দ্রনাথ ইংরাজীতেও অভিজ্ঞ ও সুদক্ষ ছিলেন বলেই, তাঁর অনূদিত 'গীতাঞ্জলি'র আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভের পথ প্রশস্ত হয়। মনে রাখতে হবে, বিশ্বের বিভিন্ন দেশের এবং বিভিন্ন ভাষার সাহিত্য-সংস্কৃতির সঙ্গে প্রধানত আমাদের পরিচয় ঘটে ইংরাজীর মাধ্যমে এবং ইংরাজী থেকে বাংলায় অনুবাদের মাধ্যমে। বাংলাদেশের সাহিত্য-সংস্কৃতিকে আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে ব্যাপকভাবে ও যথার্থরূপে তুলে ধরার জন্যও আমাদের ইংরাজী শেখা অপরিহার্য।

শুধু শিক্ষা ও সাহিত্য-সংস্কৃতির দিক থেকেই নয়, জীবিকা অর্জনের দিক থেকেও আমাদের যেমন মাতৃভাষা বাংলা ভালোভাবে শিক্ষা করা দরকার, বাংলায় শুদ্ধভাবে ও সুষ্ঠু-সুন্দররূপে লিখতে শেখা বাঞ্ছনীয়, তেমনি পাশাপাশি ইংরাজী শেখা এবং ঐ ভাষায় দক্ষরূপে পড়তে, বলতে ও লিখতে জানা আবশ্যক। বাংলা আমাদের রাষ্ট্রভাষা, অফিস-আদালতের ভাষা, শিক্ষা-বিশেষত উচ্চশিক্ষার মাধ্যমে হওয়া সত্ত্বেও, নানা কারণে এখনো তা সর্বত্র সুপ্রচলিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়নি, বাংলা ভাষা জীবন-জীবিকার প্রধান বা একমাত্র মাধ্যম হয়ে উঠেনি। নানা বাস্তব কারণেই, শুধু বিদেশেই নয়, আমাদের দেশেও জীবন-জীবিকার ক্ষেত্রে-চাকরি-বাকরি ইত্যাদিতে ইংরাজী জানা লোকের যথেষ্ট কদর। বাংলা ও ইংরাজী-এই উভয় ভাষায় দক্ষ হলে তো কথাই নেই। জনশক্তি রফতানি তথা বিদেশে চাকরি-বাকরি, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদির দিক থেকে দেখতে গেলে ইংরাজী শেখা যে কত প্রয়োজনীয় ও জরুরি তা বলার অপেক্ষা রাখে না। ইংরাজী আন্তর্জাতিক ভাষা বলেই ইংরাজী ভাষাভাষী দেশে তো বটেই, এমনকি যেখানে ইংরাজী তেমন ব্যাপকভাবে প্রচলিত নয়, সে-সব দেশেও ইংরাজী জানা থাকলে অসুবিধায় পড়তে হয় না, যোগাযোগ, আদান-প্রদান ও মনোভাব প্রকাশের কাজ চালিয়ে নেয়া যায়। মধ্যপ্রাচ্যের ও আফ্রিকার দেশগুলিতে আরবী-ফারসী, উর্দু-এমনকি ফরাসী ভাষা জানা লোকের আদর-কদর আর সুবিধা বেশি হলেও, ইংরেজী জানা থাকলেও অনেক সুবিধা। ইংরাজী জানা না থাকার কারণে আমাদের অধিকাংশ লোককে বিদেশে গিয়ে যে কত ধরনের সমস্যা পোহাতে হয়, তা সুবিদিত।

মাতৃভাষা বাংলা শেখার এবং এই ভাষায় উচ্চশিক্ষা প্রদানের ওপর গুরুত্ব দেয়ার অপরিহার্য প্রয়োজনীয়তার কথা নতুন করে বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে না। তবে, ইংরাজী শেখার ওপর গুরুত্ব না দেয়ার এবং ইংরাজী ভাষাকে একরূপ অবহেলা করার ফলে আমাদের দেশে এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও যে এ-দেশের মানুষকে নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে তা বাস্তব সত্য এবং এর কার্যকারণ তুলে ধরারও প্রয়োজন আছে। এদিক থেকে দেখতে গেলে, কয়দিন আগে দৈনিক বাংলায় 'ইংরাজী শিখতে দোষ নেই' শিরোনামে ভাষ্যকার যে গুরুত্বপূর্ণ, চিন্তা-উদ্দীপক, যুক্তিধর্মী ও বাস্তবসম্মত মূল্যবান আলোচনা করেছেন, তার আলোকে সবারই বিষয়টি চিন্তা করে দেখা দরকার। কেননা, বাংলার পাশাপাশি ইংরাজী শিখতে দোষ তো নেই-ই বরং অনেক লাভ আছে। এই লাভেরই কয়েকটি দিক ইতিহাসের আলোকে এ আলোচনায় তুলে ধরা হলো। বস্তুত, দেশীয় ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে এবং আমাদের নিজস্ব স্বার্থেই ইংরেজী শেখার ব্যাপক ব্যবস্থা থাকা বাঞ্ছনীয়, এবং বাংলার-গুরুত্ব ও মর্যাদা সমুন্নত রেখেই, দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে অনেকটা বাধ্যতামূলকভাবেই সর্বস্তরে এবং দেশের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে ইংরাজী শেখানোর ব্যবস্থা থাকা দরকার। বৃটিশ যুগে বাংলা ও ইংরাজী শেখার ব্যাপারটিকে অবহেলা করার ফলে অতীতে এ দেশের মানুষকে যে অনেক ক্ষতির শিকার হতে হয়েছে, সে কথা যেন আমরা ভুলে না যাই। মনে রাখতে হবে, মাতৃভাষার পাশাপাশি বিভিন্ন বিদেশী ভাষা যত শেখা যায় ততই সুবিধা।

—নাগরিক